Total number of printed pages = 5

63 (FY)SEM-1/SEC/BENSEC1013

2025

BENGALI

Paper : BENSEC1013

(Practical Bengali –I)

Full Marks : 50

Pass Marks : 20

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির শুদ্ধ উত্তর বেছে নিয়ে লেখো ঃ ১×৫=৫

(ক) এর মধ্যে যে পত্রিকাটি চলিত ভাষার অন্যতম বাহক, সেটি হ'ল–

(i) তত্ত্ববোধিনী

(ii) সংবাদ প্রভাকর

(iii) সবুজ পত্র

(iv) বঙ্গ দর্শন

(খ) সাধু ও চলিতের মিশ্রিত ভাষাকে বলে –

(i) সংস্কৃত

(ii) দেশি

(iii) তৎসম

(iv) গুরুচণ্ডালী

(গ) এরমধ্যে কোন্ লেখক সাধু ও চলিত দুই ভাষাতেই লেখালেখি করেছেন?

(i) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(ii) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(iii) রামমোহন রায়

(iv) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(ঘ) 'সমভিব্যাহারে' শব্দের চলিত রূপ কোন্‌টি?

(i) সময়

(ii) সর্বদা

(iii) সবসময়

(iv) সাথে

(ঙ) 'কাঁধ' শব্দের সাধু রূপ হ'ল –

(i) স্কন্ধ

(ii) কাঁচা

(iii) কাঠ

(iv) কাঁটা

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ *(যে-কোনো পাঁচটি)* ২×৫=১০

(ক) 'সাধুভাষা' শব্দটি কে প্রথম কোন্ গ্রন্থে ব্যবহার করেন?

(খ) সাধুভাষার দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির চলিত রূপ লেখো –

ব্যাঘ্র, পীত, কুমুদ, শ্বেত।

(ঘ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাধু রূপ লেখো –

পাতা, হরিণ, চুল, দুপুর

(ঙ) দুটি স্ত্রীবাচক সাধু ভাষার শব্দের উদাহরণ দাও।

(চ) ভাষায় গুরুচণ্ডালী দোষ বলতে কী বোঝায়?

(ছ) সাধুভাষায় দুটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ দাও।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ *(যে-কোনো পাঁচটি)* ৫×৫=২৫

(ক) উদাহরণসহ সাধু ও চলিত ভাষার সংজ্ঞা লেখো।

(খ) সাধুরীতি থেকে চলিত রীতিতে রূপান্তরের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করো।

(গ) সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য আলোচনা করো।

(ঘ) সাধু ও চলিত রীতির বহুবচনে পার্থক্য লেখো।

(ঙ) 'সাধু রীতির থেকে চলিত রীতির ব্যবহারিক উপযোগিতা বেশি' – আলোচনা করো।

(চ) চলিত রীতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

(ছ) সাধু ও চলিত রীতির বিতর্ক সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

(জ) বিশুদ্ধ সাধুভাষায় একটি বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করো।

৪। *যে-কোনো একটি* প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ ১০×১=১০

(ক) "বাংলা বাক্যাধিপেও আছে দুই রানী—একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা; আর একটাকে কথ্য ভাষা ..... আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একটা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে" –সবিস্তারে ব্যাখ্যা করো।

(খ) সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো –

"আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সচরাচর এমত অন্ধকার হয় না যে, অনাবৃত স্থানে স্থূল বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হয় না। সম্মুখে একটা বৃহৎ বস্তু পড়িয়াছিল; নবকুমার অনুভব করিয়া দেখিলেন যে, সে ভগ্ন শিবিকা, অমনি তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার বিপদ আশঙ্কা হইল। শিবিকার দিকে যাইতে আবার ভিন্ন প্রকার পদার্থে তাঁহার পাদস্পর্শ হইল। এ স্পর্শ কোমল মনুষ্যশরীর স্পর্শের ন্যায় বোধ হইল। বসিয়া হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মনুষ্যশরীর বটে। স্পর্শ অত্যন্ত শীতল; তৎসঙ্গে দ্রব পদার্থের স্পর্শ অনুভূত হইল। নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, স্পন্দ নাই, প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। নিঃশ্বাস আছে, তবে নাড়ী নাই কেন? এ কি রোগী? নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলেন, নিঃশ্বাস বহিতেছে না। তবে শব্দ কেন? হয়ত কোন জীবিত ব্যক্তিও এখানে আছে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে।'"

(কপালকুণ্ডলা)